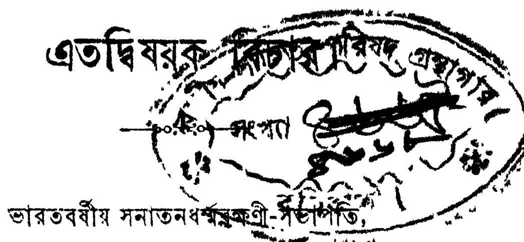
যন্ত্রোদ্ধৃত-জল-শুদ্ধি।

এতদ্বিষয়ক বিচার



ভারতবর্ষীয় সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী-সভাপতি,

রাজশ্রীকমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

প্রণীত।



কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে,

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

এবং শোভাবাজার রাজভবনে সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা দ্বারা

প্রকাশিত।

সন ১২৮২ সাল।

অবতরণিকা।

কলিকাতা রাজধানী যে যে কারণে অপর বহুতর নগরাদি অপেক্ষা গৌরবশালিনী হইয়াছে, সুরতটিনীর তীরবর্ত্তিতা তাহার একটী প্রধান কারণ। এই রাজধানীর অধিকাংশ লোকেই স্নান পানাদিতে ভাগীরথী সলিল ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু কতকগুলিন অনিবার্য্য দুর্য্যোগ বশতঃ এখানকার গঙ্গাজল ক্রমেই স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে। আদৌ সমুদ্রের নিকট সম্বন্ধ নিবন্ধন কলিকাতার গঙ্গাজল সমধিক লবণাক্ত হয়, তাহার উপর উদীচ্য স্রোতবেগ দিন দিন হ্রাস হইবায় ভাগীরথীর আয়তন ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতেছে। এবং বারি লাঘব নিবন্ধন আবর্জ্জনাদি দ্বারা কূলভাগ সকল পূর্ণ করিয়া দিবার প্রয়োজন ঘটিতেছে। নচেৎ নদীগর্ভ চরপূর্ণ হইয়া বাণিজ্য পোতের গতিবিধি রহিত হইতে পারে। এই তীরবর্ত্তি প্রবাহহানি, ও লোকতন্ত্রের নিরতিশয় আধিক্য বশতঃ কলিকাতার গঙ্গাজলে বিপুলতর মলাদি সম্পর্ক জন্মিয়াছে। ইত্যাদি বিবিধ কারণে অত্রত্য গঙ্গাজলের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, প্রধান প্রধান চিকিৎসক ও পদার্থতত্বজ্ঞ সুবিজ্ঞ মহোদয় গণ ঐ জলকে লৌকিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ প্রতিকূল বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং ঐ বারিই যে মারীভয়ের সাক্ষাৎ কারণ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত অস্বাস্থ্যকর বারি ব্যবহারে নগরবাসি গণ মহামারীর করপ্রদ নহেন, তজ্জন্য প্রজাহিতৈষী রাজপুরুষ গণ দীর্ঘকাল নানাপ্রকার চিন্তা করিয়াছেন, এবং কোন্ স্থানের গঙ্গাজল কলিকাতাবাসী দিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যানুকূল হইবে, তাহার নিরূপণ জন্য বহুতর ভূততত্বজ্ঞ চিকিৎসাকুশল ব্যক্তিদিগকে নানা স্থানে নিযুক্ত করেন। পরিশেষে তাঁহাদের ঐকমত্যানুসারে কলিকাতার অনূ্যন ১০ ক্রোশ উত্তর পলতা নামক স্থানীয় গঙ্গাজল উৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত হয়। এবং যন্ত্রযোগে ঐ জল উদ্ধার পূর্ব্বক নির্ম্মল করিয়া,

নল দ্বারা কলিকাতার দ্বারে দ্বারে উপস্থিত করণার্থ নানা স্থানে বিবিধ অনুষ্ঠানে আরম্ভ করেন। তাহাতে স্বল্পকাল মধ্যে সঙ্কল্প সাধিত হইয়াছে, অন্যূন চারি বৎসর হইল, নগরবাসিগণ উক্ত সুনির্ম্মল সুরস গঙ্গাজলের স্বাদু লাভ করিয়াছেন এবং বিসূচিকা, অজীর্ণ ও সংক্রামক জ্বরাদিও তদবধি অপসৃত প্রায় হইয়াছে।

এই জল যখন প্রথমে আনীত হয়, তখন, উহা ব্যবহার্য্য কি না, তদ্বিষয়ে আর্য্যজাতীয় কোন কোন আচারনিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তির সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে ভারতবর্ষীয়-সনাতন-ধর্ম্মরক্ষণী সভার তাৎকালিক মহানুভব সভাপতি ও সভ্যমহোদয় গণ ঐ বিষয়ে নানাস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় দিগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবং সেই ব্যবস্থা সমস্তের বলাবল ও ব্যবস্থাপক দিগের সংখ্যা বিবেচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ত্তমান প্রণালীর যন্ত্রোদ্ধৃত গঙ্গাজল আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্নান পানে অবশ্যই গ্রাহ্য হইতে পারে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাহার কোন নিষেধ নাই। কিন্তু এ জল অপেক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধি গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য অধিক, এবং শাস্ত্রে গঙ্গাজল দ্বারা নিষ্পন্ন দৈব পিত্র্য কার্য্যের বিশেষ ফল বর্ণিত আছে। অতএব এস্থানে যখন ৺ গঙ্গাজল অতি সুলভ তখন দৈবাদি কার্য্যে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্রোদ্ধৃত বারি গ্রহণের আবশ্যক নাই। পারলৌকিক অধিক ফলপ্রদ গঙ্গাবারি দৈবাদি পরলোকসাধক কার্য্যে যে প্রকার ব্যবহার্য্য আছে, সেইরূপ থাকুক; এবং শাস্ত্রশুদ্ধ স্বাস্থ্যকর যন্ত্রোদ্ধৃত জল স্নান পানাদি ঐহিক সুখসাধক কার্য্যে ব্যবহৃত হউক।

যন্ত্রোদ্ধৃত বারির পবিত্রতা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াই যে সভা, তদ্ব্যবহারে ঐ রূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহা হইলে কূপ তড়াগাদির উপরেও ঐ প্রকার ভ্রম উত্থাপিত করিতে হয়। বহুস্থলেই গঙ্গাদি পুণ্য তোয়ের অভাব আছে; কূপ সরোবরাদির বারি দ্বারা অত্রত্য লোক দিগের স্নান পানাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সুযোগানুসারে যদি কেহ গঙ্গাদির পুণ্য বারি আহরণ করিতে পারেন, তবে অধিক ফল প্রত্যাশায় তদ্দ্বারাই শ্রাদ্ধ পূজাদি নিষ্পন্ন

করেন। নচেৎ সুলভ কূপ তড়াগাদির জলেই দৈব পিত্র্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাহাতে কি ঐ পরলোকসাধক ক্রিয়া সকল বিফল হয়? না কূপ সরোবরাদির বারিকে কেহ অব্যবহার্য্য জ্ঞান করেন? ফলতঃ শাস্ত্রকারগণ বিশেষ বিশেষ জলাশয়াদির অব্যবহার্য্যতার প্রতি যে যে কারণ বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদিতর সমুদায় বাপী কূপ তড়াগাদি জলাশয়ের বারিই স্নান, পান, শ্রাদ্ধ, পূজাদি সমুদয় ঐহিক পারত্রিক বিষয়ে সমান পবিত্র। স্নান পানে ঐসকল বাপ্য প্রভৃতি ব্যবহারে ধর্ম্মের যেমন হানি হয় না সেই রূপ দৈব পিত্র্যাদি কার্য্যেও তৎ সমস্তের ব্যবহারে কিছুমাত্র দোষাশঙ্কা নাই; এবং সাধারণতঃ কেহ তাহাতে দোষের সন্দেহও করেন না। তবে যে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা দৈবাদি কর্ম্মে কূপাদির সুলভ মলিন পরিবর্ত্তে কৃচ্ছ্র লভ্য গঙ্গাজলের অভিলাষ করেন, সে কেবল অধিক ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত মাত্র। তদ্বারা সারসাদি জলের অপবিত্রতা আশঙ্কিত হইতে পারে না। সেইরূপ গঙ্গাতীরবাসি লোকেরা পূর্ব্বোদ্ধৃত গঙ্গাম্বু অপেক্ষা সদ্যোদ্ধৃত গঙ্গাজল দ্বারা দেব পূজাদি করিয়া অধিকতর ফলপ্রাপ্তির আশা করেন। অনেকে আবার শাস্ত্র বিশেষের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধালু হইয়া উদ্ধৃত গঙ্গাম্বুর পরিবর্ত্তে ভাগীরথীর প্রবাহ মধ্যে পূজা তর্পণাদি করিতে অধিক অনুরাগী হন। তাহাতে যে পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্লোক্ত উদ্ধৃত গঙ্গোদকের পবিত্রতা বা প্রশস্ততা বিষয়ে ঐ সকল শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির সংশয় আছে, ইহা কদাচই বলাযাইতে পারেনা। তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষর তারতম্য অনুসারে ঐ রূপ এক এক সোপান অবলম্বন করেন, ইহাই প্রকৃতবাক্য। ফলতঃ—সরোবরাদির জল পবিত্র ও শ্রাদ্ধ পূজাদিতে শাস্ত্রতঃ সুপ্রশস্ত হইলেও যে কোন রূপে গঙ্গাম্বু প্রাপ্তিস্থলে যেমন অব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং পর্য্যুষিতগঙ্গাবারি শাস্ত্রতঃ পাবনকারী ও অগঙ্গ দেশস্থ দিগের পারলৌকিক কার্য্যে মহোপকারী হইয়াও, সদ্যোদ্ধৃত গঙ্গাজলাধিকারীর পারলৌকিক বিষয়ে যেমন অপ্রয়োজিত হয়; আবার যিনি ভাগীরথীর প্রবাহ মধ্যে শ্রাদ্ধ পূজাদিকরিতে সক্ষম, তঁহার নিকট পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বতো

ভাবে সুপ্রশস্ত সদ্যোদ্ধৃত গঙ্গোদকেরও যেমন প্রয়োজন থাকেনা; সেইরূপ এখানে যখন সদ্যোদ্ধৃত ও প্রবাহান্তর্গত সুরধুনী সলিল নিতান্ত সুলভ, ও তদ্বারা দৈবাদি কর্ম্মাচরণে অধিকতর ফল প্রাপ্তির আশা আস্তিক মনে বলবতী রহিয়াছে; তখন ধর্ম্মরক্ষণী সভা দৈব পিত্র্য কর্ম্মে তদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া, ফলাধিক্যের দ্বার পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন মাত্র। তাহাতে যন্ত্রোদ্ধৃত বারির অপবিত্রতা বা উক্ত জলের ব্যবহারার্হতা প্রতি সভার সংশয়ভার কদাপিই অনুমিত হইতে পারেনা। সংশয় হইলে স্নানপানাদিবিষয়ে বিধান প্রদান করিতে কদাচই মুক্তকণ্ঠ হইতেন না।

সভাকৃত উক্ত সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা প্রচারিত হইলে, শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়শাল সুবোধ ধার্ম্মিক মহাশয়দিগের প্রায় তাবতেই সাদরে উহা গ্রহণ করেন এবং বলা বাহুল্য যে, নাগরিক প্রায় সর্ব্বসাধারণেই স্নান পানাদিতে যন্ত্রোদ্ধৃত বারি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত সলিল সাধারণ্যে ব্যবহৃত হইলেও কতকগুলিন লোক উক্ত সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ হয় নাই বলিয়া সর্ব্বদাই সভার নিন্দাবাদ করিতে-ছেন। তাহার উপর আবার কোন কোন বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা (যে কারণেই হউক) পোষকতা রূপ ফুৎকার প্রদান দ্বারা সেই নিন্দা-নল প্রবল করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, এবং যন্ত্রোদ্ধৃত জলপানে যে কিছু বল অর্জ্জন করিয়াছেন, ঐ ফুৎকার কার্য্যে তৎসমুদায় প্রয়োগ পূর্ব্বক অনলটাকে বিলক্ষণ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ ঘটনায় সভাকৃত মীমাংসায় সাধারণের সংশয় জন্মিতে বিচিত্র নাই, অতএব তাহার অপনোদন করা উচিত ও অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমি এবিষয়ের শাস্ত্রানুসন্ধানে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এবং উপযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় দিগের সহিত মিলিত হইয়া তৎসমস্তের অশেষবিধ সমালোচন করি য়াছি; তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সভাকৃত সিদ্ধান্তই বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রানুমোদিত। আমি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত তত্ত্ব সমস্ত মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি প্রণীত প্রায়শ্চিত্তবিবেক, গোবিন্দানন্দকৃত

তট্টীকা, নির্ণয়সিন্ধু, ভবদেবভট্টকৃত প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, নীলকণ্ঠকৃত প্রায়শ্চিত্তময়ূখ, প্রায়শ্চিত্তরত্নাকর, মিতাক্ষরার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, মনুসংহিতা কুল্লূকভট্টকৃত তট্টীকা, মদনপারিজাত, হেমাদ্রি, অষ্টাদশ স্মৃতিসংহিতা ও তাহার বিশেষ বিশেষ টীকা কেশববৈজয়ন্তী সংবৎসরকৌমদী কৃত্যার্ণব ছন্দোগ পরিশিষ্ট, ভাবপ্রকাশ, গঙ্গাবাক্যাবলী, উৎকলদীপিকা এবং বৃহৎ-সুশ্রুত প্রভৃতি মহামান্য গ্রন্থ সমূহের মর্ম্মানুসন্ধান ও স্পষ্ট লিখন দর্শন করিয়াছি তাহাতে যন্ত্রোদ্ধৃত বারির পবিত্রতা ও ব্যবহারার্হতা পক্ষে আমার মনে যেরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা সাধারণকে বিশিষ্টরূপে অবগত করিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিলাম। ইহাতে যে যে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইল অপক্ষপাতি সুবোধ মহাশয়গণ নিবিষ্ট চিত্তে তাহার আদ্যোপান্তপাঠ করিলেই, মদীয় সংস্কারের যাথার্থ্য জানিতে পারিবেন, আমিও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্মার্ত্ত শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি তথা আমার সভাপণ্ডিত, সংস্কৃত কালেজের বেদ দর্শনাদি সর্ব্বশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য এবং আমার সভাসদ্ ভূতপূর্ব্ব ভাস্করাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এই পুস্তক সংক্রান্ত শাস্ত্র পর্য্যালোচন কার্য্যে আমার বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার।



যন্ত্রোদ্ধৃত-জল-শুদ্ধি। ৪৬৮।

বিচার্য্যবিষয়নির্ণয়।

বর্ত্তমান প্রণালীতে যন্ত্রোদ্ধৃতবারি আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের ব্যবহার্য্য কি না? ইহার বিচার করিতে হইলে, অগ্রে এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধান আবশ্যক, যথা———

প্রথম।—জল নিত্য-পবিত্র অর্থাৎ স্বভাবতঃ পবিত্র কিনা?

দ্বিতীয়।—জল যদি স্বভাবতঃ পবিত্র হয়, তবে কি কি কারণ-বশতঃ জলের অপবিত্রতা জন্মে?

তৃতীয়।—কারণবশতঃ যে জলের অপবিত্রতা জন্মে, তাহা পুনঃ পবিত্র হইবার উপায় আছে কি না?

চতুর্থ।—শাস্ত্রে জলের অশুদ্ধতা প্রতি যে যে কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল কারণাধীন কি সকলপ্রকার জলই অপবিত্র হয়, না তাহার কোন ইতর বিশেষ আছে?

পঞ্চম।—স্বভাবতঃ পবিত্রবারির লক্ষণ কি? এবং কোন্ কোন্ জলই বা দোষদ্বারা দুষ্ট হয় না?

ষষ্ঠ।—শাস্ত্রে যন্ত্রোদ্ধৃতবারি ব্যবহারের কোন বিধি নিষেধ আছে কি না?

সপ্তম।—গঙ্গাজলে স্পর্শাদিদোষ কতদূর বিচার্য্য?

এই কয়েকটী বিষয়ের শাস্ত্রীয় উত্তর বিবেচনা করিলেই বিচার্য্য বিষয়ের সমুদায় তত্ত্ব সাধারণের বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব পর্য্যায়ক্রমে তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম প্রশ্ন।

জল স্বভাবতঃ পবিত্র কি না?

উত্তর।

জল যে স্বভাবতঃ পবিত্র, ইহা শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকারেই স্বীকার করিয়াছেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও মহাজনপ্রণীত নিবন্ধগ্রন্থাদিতে ইহার বিশেষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যথা বেদে,—

"আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্।"

"পরমং পবিত্রমাপঃ।"

জল স্বয়ং নারায়ণ। জল পরম পবিত্র বস্তু।

মনুসংহিতায়—

"মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।

৫ অং। ১০৮ শ্লোং।

মলাদ্যুপহতং শোধনীয়ং মৃজ্জলৈঃ শোধ্যতে। নদীপ্রবাহস্তু শ্লেষ্মাদ্যশুচিদূষিতো বেগেন শুধ্যতীতি" কুল্লূকভট্টঃ।

মলাদি অশুচিদ্বারা যে বস্তু অপবিত্র হইয়াছে, তাহা যদি শোধন যোগ্য হয়, তবে মৃত্তিকা ও জলদ্বারাই তাহার শুদ্ধি জন্মে এবং নদীর প্রবাহ শ্লেষ্মাদিদ্বারা দূষিত হইলেও বেগদ্বারা শুদ্ধ হয়।

"ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং, যচ্চ বাচা প্রশস্যতে॥"

দেবতারা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই তিনটী বস্তুকে বিশেষ পবিত্ররূপে নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। যথা, অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহা না দেখা হইয়াছে

এবং যাহা জলদ্বারা ধৌত করা হইয়াছে ও বাক্যদ্বারা যাহার প্রশস্ততা কীর্ত্তিত হয়। (অর্থাৎ যাহার অশুচিতা দৃষ্ট হয় নাই, যাহা জলদ্বারা ধৌত ও লোকমুখে যাহার প্রশস্ততা শ্রুত হইযাছে এই তিনটী বস্তু নিত্যশুদ্ধ)।

যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—

"কালোঽগ্নিঃ কর্ম্ম মৃদ্বায়ুর্মনো জ্ঞানং তপো জলম্।
পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্ব্বেঽমী শুদ্ধিকারকাঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যপ্রায়ং ১১।)

কাল, অগ্নি, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মন, জ্ঞান, তপস্যা, জল, অনুতাপ, এবং উপবাস, এই কয়েকটী শুদ্ধির কারণ।

এই জন্যই লক্ষ্মণসেন লিখিযাছেন -

"কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।"

হে জল! তোমার স্পর্শতেই যখন অপর লোকেরা পবিত্র হয়, তখন তোমার নিজের পবিত্রতার কথা আর কি বলিব।

জলের স্বভাবসিদ্ধ পবিত্রতা বিষয়ে এইরূপ অসংখ্যেয় প্রমাণ আছে। অধিক কি, কেবল বেদে যে সমস্ত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় নিরবচ্ছিন্ন তাহার আন্দোলন করিতে গেলেও একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। "আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্" কিন্তু এই স্থির প্রসিদ্ধ বিষয়ে প্রায় কাহারই কোন সংশয় নাই, অতএব তাহার আন্দোলনে নিরস্ত রহিলাম। বেদ যখন জলকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াছেন, তখনই উহার পরম পবিত্রতা এককালীন সুদৃঢ় হইযাছে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্ব বেদের প্রধান সারাংশ সন্ধ্যা অদ্বিতীয় মন্ত্র যাহা ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সম্পত্তি স্বরূপ সেই পবিত্র সন্ধ্যোপাসনমন্ত্রের অর্থ পর্য্যালোচন করিলেও জলের অলোক-সাধারণ পাবনতার বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে হয়। বস্তুতঃ বেদ যাহাদের প্রধান আশ্রয় তাঁহাদের পক্ষে জলের স্বভাবসিদ্ধ শুচিতা বিষয়ে সংশয় করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অতএব ইহার স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার সিদ্ধির নিমিত্ত অতিরিক্ত প্রমাণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন।

১। কি কি কারণবশতঃ জলের অপবিত্রতা জন্মে? ২। তাহা পুনঃ পবিত্র হইবার উপায় আছে কি না? ৩। শাস্ত্রে জলের অশুদ্ধতার প্রতি যে যে কারণ কথিত আছে, সেই সকল কারণাধীন কি সকল প্রকার জলই অপবিত্র হয়, না তাহার কোন ইতর বিশেষ আছে?

উত্তর।

"জল স্বভাবতঃ পবিত্র কি না?" এই প্রশ্নের উত্তরে তাহার স্বাভাবিক পবিত্রতা সুসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই জল স্বাভাবিক শুদ্ধ হইলেও বস্তু বিশেষের সংমিশ্রণ ও জাতিবিশেষের সম্বন্ধ ও সংস্পর্শ প্রভৃতি কয়েকটী কারণে তাহার অশুদ্ধতা জন্মে। দ্বিতীয় প্রশ্নের এই উত্তর।

আবার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্যবিশেষদ্বারা সেই নৈমিত্তিক অপবিত্র জল পুনরায় পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় প্রশ্নের এই উত্তর।

কিন্তু সকলপ্রকার জলই যে জাতিবিশেষের সংস্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা সমানরূপ দূষিত হয়, এরূপ নহে। জলের অশুদ্ধির প্রতি যে যে কারণ কথিত হইয়াছে, তৎ সমস্তই স্রোতোবিরহিত ও কূপাদি স্বল্প জলাশয় পর; মহজ্জলাশয়ে দোষ নাই, ইহা শাস্ত্রকারগণ বিশিষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। অধিক কি ম্লেচ্ছাদির পুষ্করিণীতে যদি জানুদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন হইবার উপযুক্ত জল থাকে, তবে তাহা স্নান পানে ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। চতুর্থ প্রশ্নের এই উত্তর।

আমরা সংক্ষেপে ও এক স্থানে উল্লিখিত যে তিনটী প্রশ্নের উত্তর করিলাম, ইহার বিশেষ প্রমাণ ও বিশেষ বিশেষ বিবরণ নানাবিধ স্মৃতি সংগ্রহের জলশুদ্ধি ও বিশেষ বিশেষ জলপানের প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে একত্রেই নিবদ্ধ আছে, অতএব অতিরিক্ত বচনোপন্যাস না করিয়া, সেই সকল মহামান্য গ্রন্থকারদিগের প্রমাণগর্ভ উক্তি গুলিই অনুবাদ সহিত এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতে পাঠকগণ একস্থানেই ঐ প্রশ্নোত্তর

ত্রিতয়ের প্রমাণ পাইবেন এবং যে যে কারণে জলের অপবিত্রতা জন্মে, যে যে রূপে তাহার পুনঃ পবিত্রতা হয়, যে যে প্রকার জল নিয়তই শুদ্ধ, ও যে যে জল অস্পৃশ্য-স্পর্শাদিদ্বারা দুষ্ট হয় না, তদ্‌বিষয়ে শাস্ত্রকার দিগের সুস্পষ্ট অভিমত জানিতে পারিবেন।

মদনপারিজাত গ্রন্থকার উদক শুদ্ধি-প্রকরণ আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি-পর্য্যন্ত এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা—

"ব্যাস বৃহস্পতী।—"ভূমিষ্ঠমুদকং মেধ্যং বৈতৃষ্ণ্যং যত্র গোর্ভবেৎ। অব্যাপ্তাশ্চেদমেধ্যেন তদ্বদেব শিলাগতং॥" দেবলঃ—"অবিগন্ধরসোপেতা নির্ম্মলাঃ পৃথিবীগতা। অক্ষীণাশ্চৈব গোপানাদাপঃ শুদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ॥ উদ্ধৃতা বা প্রশস্তাঃ স্যুঃ শুদ্ধৈঃ পাত্রৈর্যথাবিধি। একরাত্রোষিতাস্তাস্তু ত্যজেদাপঃ সমুদ্ধৃতাঃ॥" তা ইতি সর্ব্বনাম্না গোতৃপ্তিমাত্র-পর্য্যাপ্তা অল্পা এব আপঃ পরামৃশ্যন্তে। অতো বহূদকাৎ তড়াগাদেরুদ্ধৃতানাং রাত্র্যুষিতানাং ন দোসঃ। তড়াগা-দেরুদ্ধৃতা অপ্যাপো রাত্রাবনুষিতোদকান্তরসদ্ভাবে অশু-দ্ধাএব। তথা,—"অক্ষোভ্যানি তড়গানি নদী-বাপী-সরাংসি চ। চাণ্ডালাদ্যশুচিস্পর্শে তীর্থতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"। তীর্থং উদকাবতরণমার্গঃ। বৃহস্পতিঃ—"মৃতপঞ্চনখাৎ কূপাৎ অত্যন্তোপহতাৎ তথা। অপঃ সমুদ্ধরেৎ সর্ব্বাঃ শেষং শস্ত্রেণ শোধয়েৎ॥" শস্ত্রেণ কুদ্দালাদিনা। "বহ্নি-প্রজ্জালনং কৃত্বা কূপে পক্কেষ্টকাচিতে। পঞ্চগব্যং ন্যসেৎ পশ্চাৎ নবতোয়ে সমুদ্ভবে॥" হারীতঃ—বাপী-

কূপতড়াগেষু মানুষং শীর্য্যতে যদি। অস্থিচর্ম্মবিনির্ম্মুক্তৈ-র্দ্দূষিতৈশ্চ খরাদিভিঃ। উদ্ধৃতং তজ্জলং সর্ব্বং শোধনং পরিমার্জ্জনং॥" অস্থিচর্ম্মবিনির্ম্মুক্তৈঃ, চিরকালবাসেন বিশীর্ণৈরিত্যর্থঃ। দেবলঃ—"উদ্ধরেদুদকং সর্ব্বং পঞ্চ-পিণ্ডান্ মৃদস্তথা।" অচিরকালোপঘাতে স্বল্পোপ-ঘাতেঽপি। হারীতঃ ;—"ঘটানাং শতমুদ্ধৃত্য পঞ্চ-গব্যং ক্ষিপেত্ততঃ। শ্বভিঃ শ্বপাকচাণ্ডালৈর্দূষিতেষু বিশোধনং॥" আপস্তম্বঃ—"উপানৎশেশ্মবিন্মূত্রস্ত্রী-রজোঽমেধ্যমেব বা। এভির্ব্বিদূষিতে কূপে কুম্ভানাং ষষ্টিমুদ্ধরেৎ॥" বিষ্ণুঃ—"জলাশয়েম্বথাল্পেষু স্থাবরেষু মহী-তলে। কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্ম্মহৎসু চ ন দূষণম্॥" স্থাবরেষু প্রবাহরহিতেষু। শাতাতপঃ—"অন্ত্যজাদিকৃতে কূপে সেতৌ বাপ্যাদিকে তথা। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥" যমঃ—"চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলং। গোমূত্রযাবকাহারস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্য-তি॥" তথা—নদী বেগেন শুধ্যতি। কাশ্যপঃ—"দৃতীনাং রঞ্জনং শুদ্ধিঃ।" দৃতিঃ চর্ম্মকোষঃ, রঞ্জনং কষায়দ্রব্যেণ শো-ধনং। যমঃ—"প্রপাস্বরণ্যে ঘটকে চ কোষে দ্রোণ্যাং জলং কোষগতাংস্তথাপঃ। ঋতেঽপি শূদ্রাত্তদপেয়মাহুরাপদ্-গতং কাঙ্ক্ষতি চেৎপিবেত্তত্॥" অয়মর্থঃ। যদ্যপি শূদ্র-ব্যতিরিক্ত—ব্রাহ্মণাদিধনসম্বন্ধি প্রপাদি, তথাপি তদ্গতং জলং ধর্ম্মার্থদীয়মানং অনাপদি ন পেয়ং; আপদি তু পেয়ং। যদি চেদরণ্যগতং প্রপাদি। দ্রোণী অশ্মাদিময়ী

জলপাত্রী, সর্ব্বসাধারণী। কোযো দৃতিঃ। "অজা গাবো মহিষ্যশ্চ ব্রাহ্মণী চ প্রসূতিকা। দশরাত্রেণ শুধ্যন্তি ভূমিষ্ঠঞ্চ নবোদকং॥" ইত্যুদকাদিশুদ্ধিঃ। (মদনপারিজাত)

অনুবাদ।

ব্যাস এবং বৃহস্পতি কহিয়াছেন, "ভূমিস্থ বা শিলাগত জল যদি গোরুর পিপাসা শান্তির উপযুক্ত পরিমিত হয়, এবং তাহা যদি অপবিত্র বস্তু দ্বারা ব্যাপ্ত না থাকে, তবে সেই জল পবিত্র।" দেবল বলিয়াছেন "গোপানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, এপ্রকার ভূমিগত নির্ম্মল জল যদি দুর্গন্ধ বা কদর্য্য রস যুক্ত না হয় তবে তাহা শুদ্ধ। ঐ প্রকার জল উদ্ধৃত হইলেও প্রশস্ত, যদি তাহা শুদ্ধপাত্রে রাখা হয়। কিন্তু সেই উদ্ধৃত জল একরাত্র পর্য্যুষিত হইলে, তাহা ত্যাগ করিবে।" দেবল বচনের শেষাংশস্থলে "অর্থাৎ সেই সকল জল" শব্দে গোতৃপ্তির উপযোগী অল্প জলাধারের উদ্ধৃত বারিই লক্ষিত হইযাছে; অর্থাৎ গোরুর পানে ক্ষীণ না হয়, এরূপ ভূমিগত স্বল্প জলাধার হইতে যে বারি উদ্ধৃত করা যায়, একরাত্র পর্য্যুষিত হইলে তাহাই পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। অতএব যাহাতে অধিক জল আছে, এরূপ তড়াগাদি হইতে উদ্ধৃত বারি রাত্রি পর্য্যুষিত হইলেও দোষ হয় না। কিন্তু অপর্য্যুষিত জলের সদ্ভাব স্থলে ঐ প্রকার পর্য্যুষিত জলও পরিত্যাজ্য। আর, বৃহৎ তড়াগ, নদী, বাপী, ও সরোবরাদিতে যদি চাণ্ডালাদি অশুচি স্পর্শ হয়; তবে যে তীর্থে অর্থাৎ জলে নামিবার যে পথে (ঘাটে) ঐ স্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া, অন্য স্থান হইতে জল লইবে। তীর্থ শব্দের * অর্থ ঘাট। বৃহস্পতি কহিয়াছেন "যে কূপেতে পঞ্চনখ

* কোন কোন গ্রন্থকার জলনির্গমন পথকে তীর্থশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জন্তু মৃত হইয়া পচিয়া যায়, তাহার সমুদয় জল তুলিয়া ফেলিবে; পরে শস্ত্র অর্থাৎ কুদ্দালাদি দ্বারা তাহার মৃত্তিকা শোধন করিবে (অর্থাৎ কিছু মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিবে) কিন্তু ঐ কূপ যদি পক্ক ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তবে মৃত্তিকা শোধনের পরিবর্ত্তে, তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিবে এবং নূতন জল হইলে তাহাতে পঞ্চ গব্য দিবে।

হারীত কহিয়াছেন "বাপী, কূপ ও তড়াগেতে যদি মনুষ্য শরীর শীর্ণ হয়, অথবা মৃত গর্দ্দভাদির শরীর বহুকাল পতিত থাকে, ও তাহার অস্থিচর্ম্মাদি পচিয়া খসিয়া যায়, তবে তাহার সমুদয় জল উদ্ধৃত করিয়া পরিমার্জ্জন দ্বারা শোধন করিবে। দেবলের মতে ঐরূপ অবস্থায়, সমুদায় উদক ও পাঁচ ডেলা মৃত্তিকা উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক। মৃত শরীর বহুকাল পতিত থাকিয়া অস্থি চর্ম্মাদি বিগলিত হইলেই এই বিধি।

ঐ রূপ বাপী কূপাদিতে অল্পকাল অপবিত্র বস্তু পতিত থাকিলে, বা অশুদ্ধ বস্তুর অল্প সম্বন্ধ ঘটিলে, নিম্ন লিখিত হারীত বচনানুসারে শুদ্ধিবিধান আবশ্যক, যথা—একশত কলস জল উত্তোলন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিবে। কুক্কুর ও চণ্ডালাদিদ্বারা দূষিত হইলেও এইরূপে শুদ্ধি হইবে।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন "চর্ম্মপাদুকা, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, মূত্র ও স্ত্রীরজঃ প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু দ্বারা কূপ বিদূষিত হইলে ষাইট কলস জল উদ্ধৃত করিবে।

বিষ্ণু কহিয়াছেন "মহীতলে যে সকল অল্প জলাধার স্থাবর অর্থাৎ প্রবাহরহিত আছে, তৎসমস্তের শুদ্ধি কূপের ন্যায় জানিবে। মহৎ জলাধারে কোন দূষণ নাই।" এস্থলে স্থাবর শব্দে প্রবাহরহিত বুঝিতে হইবে।

শাতাতপ কহিয়াছেন "কূপ, সেতু ও বাপী প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কৃত হইলেও স্নান পানে তাহার জল ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

যম কহিয়াছেন "চণ্ডালের ভাণ্ড সংস্পৃষ্ট জল ও তাহার কূপোদক পান করিলে ত্রিরাত্র গোমূত্র সিদ্ধ যব আহাররূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হয়। এবং প্রবাহ দ্বারা নদীর শুদ্ধি হইয়া থাকে।

কাশ্যপ কহিযাছেন "দৃতি অর্থাৎ জলরক্ষণীয় চর্ম্মকোষ (মোশক) রঞ্জন দ্বারা অর্থাৎ কষায়নামক দ্রব্য সমূহ দ্বারা তাহাকে রঞ্জিত করিলেই শুদ্ধ হয়।

যম কহিযাছেন "অরণ্যমধ্যে প্রপাতে অর্থাৎ জলচ্ছত্র কূপ হইতে জল তুলিবাব পাত্রে দ্রোণীতে এবং চর্ম্মকোষে যে জল থাকে তাহা শূদ্রাদি ব্যতিবিক্ত বর্ণ দ্বারা কৃত হইলেও যদি ধর্ম্মার্থ দীয়মান হয়, তবে তাহার জল পান করিবে না। কিন্তু আপদ্‌গ্রস্ত হইলে পান কবিতে পাবে। এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত কূপ দ্রোণী প্রভৃতি যদিও শূদ্রাতিবিক্ত ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণেব দ্বারা প্রস্তুত হয, তথাপি তাহাব জল ধর্ম্মাথ দীয়মান হইলে আপদ্ ব্যতিরিক্ত পান করিবে না। আপৎকালে অবশ্যই পান করিবে। যদি তাহা অরণ্যগত হয়। দ্রোণী শব্দেব অর্থ সাধারণের নিমিত্ত জল রক্ষার্থ প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র। কোষ শব্দেব অর্থ দৃতি অর্থাৎ চর্ম্মভাণ্ড।

"ছাগ, গো, মহিষী ও ব্রাহ্মণী প্রভৃতি প্রসূতা হইলে দশদিনে শুদ্ধ হয় এবং ভূমিষ্ঠ নূতন জল দশ দিনে শুদ্ধ হয়। এই জল প্রভৃতিব শুদ্ধি।

নির্ণয়ামৃত গ্রন্থেও জলশুদ্ধি প্রকরণ প্রায় ঐ রূপ লিখিত আছে, সাধারণের দর্শনার্থ উহারও অবিকল পাঠ নিম্নে গৃহীত হইল, যথা——

অথ জলশুদ্ধিঃ। তত্র দেবলঃ "অবিগন্ধরসোপেতা নির্ম্মলাঃ পৃথিবীগতাঃ। অক্ষীণাশ্চৈব গোপানাদাপঃ শুদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ॥" ইতি অত্র গোপানাদিতি গোপান-যোগ্যপরিমাণাঃ। তদাহতুঃ ব্যাসবৃহস্পতী 'ভূমিষ্ঠ-মুদকং মেধ্যং বৈতৃষ্ণ্যং যত্র গোর্ভবেত্। অব্যাপ্তং

চেদশ্বেধ্যেন তদ্বদেব শিলাগতং ॥” ইতি অল্পজলাশয়াদুদ্ধৃতোদকবিষয়ে। দেবলঃ অবিগন্ধা ইতি বাক্যান্তরমাহ “উদ্ধৃতা বা প্রশস্তাঃ স্যুঃ শুদ্ধৈঃ পাত্রৈর্যথাবিধি। একরাত্রোষিতাস্তাশ্চ, ত্যজেদাপঃ সমুদ্ধৃতা” ইতি। অতএব বহূদকাত্ তড়াগাদেরুদ্ধৃতানাং রাত্র্যুষিতানামপর্য্যুষিতোদকান্তরাভাবে ন দোষঃ। অপর্য্যুষিতসদ্ভাবে রাত্র্যুষিতানাং কর্ম্মযোগ্যত্বং নাস্তি। মহজ্জলাশয়ে বিশেষমাহ, স এব “অক্ষোভ্যানি তড়াগানি নদী-বাপী-সরাংসি চ। চাণ্ডালাদ্যশুচিস্পর্শে তীর্থতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ”। ইতি। তীর্থং উদকাবতরণমার্গঃ। যস্মিন্ তীর্থে চাণ্ডালাদিস্পর্শঃ তৎ বর্জ্জয়িত্বা অন্যতো জলং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। বাপীকূপতড়াগাদিবিষয়ে হারীতঃ “বাপীকূপতড়াগেষু মানুষং যদি শীর্য্যতে। অস্থিচর্ম্মবিনির্ম্মুক্তৈর্দূষিতৈশ্চ খরাদিভিঃ। উদ্ধৃত্য তজ্জলং সর্ব্বং শোধনং পরিমার্জ্জনং।” ইতি। চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তৈঃ চিরকালবাসাদ্বিশীর্ণৈরিত্যর্থঃ। দেবলোঽপি “উদ্ধরেদুদকং সর্ব্বং পঞ্চ পিণ্ডান্ মৃদস্তথেতি।”

বৃহস্পতিনা বিশেষ উক্তঃ—“মৃতপঞ্চনখাত্ কূপাৎ অত্যন্তোপহতাৎ তথা। আপঃ সমুদ্ধরেৎ সর্ব্বাঃ শেষং শস্ত্রেণ শোধয়েৎ॥ বহ্নিপ্রজ্বালনং কৃত্বা, কূপে পক্কেষ্টকাচিতে। পঞ্চগব্যং ন্যসেৎ পশ্চাৎ নবতোয়সমুদ্ভবে॥” ইতি স্বল্পাচিরকালেষু তু হারীতঃ;—“ঘটানাং শতমুদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যং ক্ষিপেত্তথা। শ্বভিঃ শ্বপাকচণ্ডালৈ-

র্দ্দূষিতেষু বিশোধনং ॥” আপস্তম্বস্তু বিশেষমাহ। “উপানৎশ্লেষ্মবিন্মূত্রস্ত্রীরজোমদ্যমেব চ। এভির্ব্বিদূষিতে কূপে কুম্ভানাং ষষ্টিমুদ্ধরেত্॥” ইতি। স্থাবরস্বল্পজলাশয়ে তু কূপবদেব শুদ্ধিঃ। তদাহ বিষ্ণুঃ—“জলাশয়েষ্বথাল্পেষু স্থাবরেষু মহীতলে। কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্ম্মহৎস্থ চ ন দূষণম্॥” শাতাতপোঽপি,—“অন্ত্যৈরপি কৃতে কূপে সেতৌ বাপ্যাদিকে তথা। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥” ইতি। যমেন বিশেষ উক্তঃ “চণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলং। গোমূত্রযাবকাহারস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি॥” ইতি। নদীনাং চাণ্ডালাদিস্পর্শেঽপি ন দোষঃ, তদাহ স এব, “নদী বেগেন শুধ্যতীতি”। চর্ম্মকোষস্য কাষায়দ্রব্যেণ শোধনাচ্ছুদ্ধিঃ, তদাহ কাশ্যপঃ, “দৃতীনাং রঞ্জনং শুদ্ধিরিতি”। চর্ম্মকোষগতমপ্যনাপদি ন পেয়ং—তদাহ যমঃ—“প্রপাস্বরণ্যে ঘটকে চ কূপে দ্রোণ্যাং জলং কোষগতাংস্তথাপঃ। ঋতেঽপি শূদ্রাত্তদপেয়মাহুঃ আপদ্গতং কাঙ্ক্ষতি চেত্ পিবেত্তত্॥ অস্যার্থঃ। অনাপদি প্রপাদিগতং জলং ন পেয়ং তত্ প্রপাদিকং যদ্যপি শূদ্রব্যতিরিক্তব্রাহ্মণাদিসম্বন্ধি ভবতি। আপদ্যপি অরণ্যগতপ্রপাদিষু পেয়মিত্যর্থঃ। “অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ॥”

ইহার অনুবাদ প্রায় মদনপারিজাতের পূর্ব্ব প্রদর্শিত অনুবাদের তুল্য, অতএব গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আর ইহার

পৃথক্ অনুবাদ প্রকাশ করিলাম না। কেবল শেষপং-ক্তির অনুবাদ এই—অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে পতিত জল ও বাতাসে উড্ডীন ধূলি ইহারা পবিত্র।

মিতাক্ষরাকার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে অপবিত্র জলপানের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, প্রথমতঃ চাণ্ডালাদি জাতির কূপ ও ভাণ্ডাদিস্থিত জলপানের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন, তৎপরে লেখেন—

চাণ্ডালাদিসম্বন্ধ্যল্পজলাশয়েঽপি কূপবৎ শুদ্ধিঃ। "জলাশয়েস্বথাল্পেষু স্থাবরেষু মহীতলে। কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্ম্মহৎসু চ ন দূষণম্॥" ইতি বিষ্ণুস্মরণাৎ। পুষ্করিণ্যাদিষু পুনঃ, "ম্লেচ্ছাদীনাং জলং পীত্বা পুষ্করিণ্যাং হ্রদেঽপি বা। জানুদঘ্নং শুচি জ্ঞেয়মধস্তাদশুচি স্মৃতম্॥" ইতি মিতক্ষরা প্রায়ং। ৯৪।

অনুবাদ।

চাণ্ডালাদিসম্বন্ধি কূপোদক পানের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত লিখিলাম, চাণ্ডালাদি সম্বন্ধি অল্প জলাধারের জলপানেও সেইপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। যেহেতু বিষ্ণু কহিয়াছেন "ভূমিতলে প্রবাহরহিত অল্প-জলাধারেরই কূপবৎ শুদ্ধি আবশ্যক, মহজ্জলাধারে কিছুমাত্র দোষ নাই।" তবে উক্ত চাণ্ডালাদি সম্বন্ধি পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বিশেষ এই যে ম্লেচ্ছাদির পুষ্করিণী বা হ্রদে জলপান করিতে হইলে যথাকার জলে জানু মগ্ন হয়, তথাকার জল পবিত্র তন্ন্যূন জল অশুচি। অতএব তদনুসারে জলপান করিবে।

মহামহোপাধ্যায় ভবদেব ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্তনির্ণয় গ্রন্থে অপবিত্র জল ও তাহার পানাদিতে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ চাণ্ডাল ভাণ্ডস্থ জলপানের প্রায়শ্চিত্ত লেখেন। পরে ক্রমশঃ চাণ্ডাল-

জলপানের, চাণ্ডালপীতজলপানের, চাণ্ডালস্পৃষ্টজলপানের, চাণ্ডালাদি-কৃত কূপস্থ জলপানের, রজকাদি ভাণ্ডস্থ জলপানের, রজকাদিসম্বন্ধি জলপানের, অন্ত্যজখানিত কূপাদি জলপানের, শূদ্রোদকপানের, শূদ্র-পীতাবশিষ্ট-জলপানের, ব্রাহ্মণপীতাবশিষ্ট-জলপানের, বামহস্তে পীত জলপানের এবং শবদূষিত-কূপাদি জলপানের বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন ;

"বৃহদ্বিষ্ণুঃ —জলাশয়েষ্বথাল্পেষু স্থাবরেষু মহীতলে। কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্ম্মহৎসু চ ন দূষণং ॥" অর্থাৎ মহীতলে প্রবাহরহিত অল্প জলাধারেরই কূপের ন্যায় শুদ্ধি আব-শ্যক হয়। মহৎ জলাধারে কিছুই দোষ নাই। এই বলিয়া প্রকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ভট্টাচার্য্য স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিবেক নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে অপেয়জলপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, প্রথ-মতঃ সুরাভাণ্ডস্থ জলপানের প্রায়শ্চিত্ত লেখেন। পরে ক্রমান্বয়ে, কুক্কুটো-চ্ছিষ্ট-জলপানের, শূদ্রোচ্ছিষ্ট জলপানের, চাণ্ডালের কূপস্থিত জলপানের, চাণ্ডালের ভাণ্ডস্থ জলপানের, অন্যখনিত চাণ্ডালাধিকৃত কূপাদিজলপানের, চাণ্ডালস্পৃষ্টজলপানের এবং অন্ত্যজখনিতকূপাদি জলপানের, অন্ত্যজ-ভাণ্ডস্থজলপানের, শূদ্রোদকপানের, পীতাবশিষ্ট জলপানের, বাম হস্তে জলপানের এবং প্রপাদিজলপানের বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়া আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রপাদি জলপান করিলে দোষ নাই বলেন্। তৎপরে বিন্মূত্রসংস্পৃষ্ট কূপ জলপানের প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন পূর্ব্বক নিম্নে প্রদর্শিত পঙ্ক্তি কয়েকটী লিখিয়াছেন। পরে শবদূষিতজলপানের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়া প্রকরণ সমাপন করিয়াছেন। শূলপাণি লিখিত ঐ কয়েকটী পঙ্ক্তি এই,———

"এতৎ কূপাদিস্বল্পজলাশয়েষু রসাদ্যনুপলব্ধৌ, কুম্ভেতু দ্বিগুণমুক্তহেতোঃ বিষ্ণুঃ যথা—"জলাশয়েষ্বথাল্পেষু,

স্থাবরেষু মহীতলে। কূপবৎ কথিতা শুদ্ধিঃ মহৎস্থ চ ন দূষণম্ ॥” মহত্স্বপি অশুচিশঙ্কয়া তীর্থসমীপে তোয়-গ্রহণবর্জ্জনমাহ দেবলঃ—“অক্ষোভ্যানি তড়াগানি, নদী-বাপী—সরাংসি চ। কশ্মলাশুচিযুক্তানি, তীর্থতঃ পরি-বর্জ্জয়েত্ ॥”

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকাকার মহামান্য গোবিন্দানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত পঙ্ক্তি কয়েকটীর এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা।—

“স্বল্পজলাশয়েষু ইতি মহৎস্থ চ ন দূষণমিতি বক্ষ্যমাণ-বিষ্ণুবচনাৎ ইতি ভাবঃ। রসাদ্যনুপলব্ধাবিতি রসাদ্যু-পলম্ভে তু বিন্মূত্রভক্ষণোক্তপ্রায়শ্চিত্তমিতি ধ্যেয়ম্। কুম্ভে ত্বিতি কুম্ভে তু অত্যল্পজলত্বাত্। বিষ্ণুরিতি—অল্পেষু জলাশয়েষু পল্ললবাপ্যাদিষু। স্থাবরেষু স্থিরেষু, ন ত্বল্পেস্বপি স্রোতোজলেষু ইত্যর্থঃ। অতএব হারীতঃ।—“অক্ষোভ্যানামপাং নাস্তি, প্রস্থতানাঞ্চ দূষণম্। স্তোয়ানা-মুদ্ধৃতানাঞ্চ দোষৈর্দ্দুষ্টত্বমিষ্যতে ॥” প্রস্থতানাং স্রোতো-জলানামিত্যর্থঃ। মহাজলাশয়স্যাপি তীর্থপ্রদেশে বিন্মূত্র-সংসর্গশ্চেত্ তদা তত্র তজ্জলমপি বর্জ্জয়েত্। ইত্যাহ মহত্স্বপীতি।

উক্ত অংশের মর্ম্মানুবাদ।

মল মূত্র সংসর্গে জলের যে দুষ্টতা ও তৎপানের যে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল, তাহা কূপাদি অত্যল্প জলাশয় পর জানিবে। যেহেতু মহজ্জলাশয়ে কিছুমাত্র দোষ নাই, ইহা বিষ্ণুকর্তৃক স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর ঐ সকল কূপাদি স্বল্প জলাশয়ের বারি বিষ্ঠামূত্রাদিসংসর্গে দূষিত হইলে তৎপানকর্ত্তার যে প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে, তাহাতে রসাদির অনুপলব্ধিতে

জানিবে। অর্থাৎ কূপাদি স্বল্পজলাশয়ের বারি বিষ্ঠামূত্র সংস্পর্শে দূষিত হইলেও যদি কেহ পান করেন, অথচ সেই পীতজলে বিষ্ঠামূত্রাদির ঘ্রাণ বা রসানুভব না হয়, তবে উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, নতুবা রস গন্ধাদির অনুভব হইলে প্রকৃত বিণ্মূত্রভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কুম্ভস্থজলে যদি মলমূত্রের সংসর্গ হয়, আর কেহ তাহা পান করে, তবে পানকর্ত্তার উক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, যেহেতু কুম্ভ অতিশয় অল্পপরিমাণ জলাশয় *। বিষ্ণু বলিয়াছেন, কূপ প্রভৃতি স্রোতোরহিত স্থিরজল স্বল্পজলাধারেই এই প্রায়শ্চিত্ত। নতুবা স্রোতোজল অত্যল্প হইলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না। এই জন্যই হারীত বলিয়াছেন, "অধিক জলাশয়ের বা স্রোতোযুক্ত জলের কিছুমাত্র দোষ নাই। অল্প বা উদ্ধৃতজলেরই দোষদ্বারা দুষ্টতা জন্মে।" বৃহৎজলাশয়েতেও যেস্থান হইতে জল লইতে হয়, তথায় যদি মলমূত্রসংসর্গ ঘটে, তবে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অপর স্থান হইতে জল গ্রহণ করিবে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেককার উল্লিখিত উক্তির পরে শবদূষিত জলপানের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়া প্রকরণ সমাপন করিয়াছেন।

প্রায়শ্চিত্তময়ূখ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অপেয়জলপানেব প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিয়া এই পঙ্‌ক্তিগুলিন লিখিয়াছেন।

অত্র্যাপস্তম্বৌ—"ম্লেচ্ছাদীনাং পয়ঃ পীত্বা পুষ্করিণ্যাং হ্রদেঽপি বা। জানুদঘ্নং শুচি জ্ঞেয়মধস্তাদশুচি স্মৃতম্॥"

অতএব শাতাতপঃ।—"অন্যৈরপি কৃতে কূপে সেতৌ বাপ্যাদিকে তথা। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥" †

---

* এস্থলে যখন কুম্ভটীও জলাশয় শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন্ লৌহ নির্ম্মিত পয়ঃ প্রণালীও যে জলাশয় বা জলাধার শব্দে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য।

† এই অংশে ময়ূখকারের সহিত মিতাক্ষরাকারের মতভেদ আছে।

অনুবাদ।

অত্রি এবং আপস্তম্ব মুনি কহিয়াছেন "ম্লেচ্ছাদির হ্রদে বা পুষ্করিণীতে জলপান করিতে পারে, যদি ঐ জল একজানুর অধিক পরিমিত হয়। একজানুর ন্যূন জল থাকিলে তাহা অপবিত্র।" * * * এই অভিপ্রায়েই শাতাতপ কহিয়াছেন "অন্ত্যজব্যক্তিও যদি কূপ, বাপী বা জলরক্ষার্থ সেতু প্রস্তুত করে, তবে তাহাঁতে স্নান বা পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক না।"

উল্লিখিত উক্তির পরেই উক্ত গ্রন্থকার শবদূষিত কূপাদির বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত লেখেন। পরে উপসংহারস্থলে লিখিয়াছেন;——

বৃহদ্বিষ্ণুঃ।—"জলাশয়েষথাল্পেষু, স্থাবরেষু মহীতলে।
কূপবত্ কথিতা শুদ্ধিঃ মহত্সু চ ন দূষণম্।"

(প্রায়শ্চিত্তময়ূখ ৫৬)

অর্থ।

মহীতলস্থিত স্রোতোরহিত স্বল্পজল জলাশয় মাত্রেরই কূপের ন্যায় শুদ্ধি আবশ্যক, নচেৎ—বৃহৎ জলাশয়ে কিছুমাত্র দোষ নাই—

ময়ূখকার এই অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে অন্ত্যজাদি স্বামিকত্ব নিবন্ধন যে জলের অপবিত্রতা জন্মে তাহা একজানুর ন্যূন পরিমিত জলে বুঝিতে হইবে, তাহাতে কূপাদি অল্প জলাধার কি পুষ্করিণ্যাদি মহৎ জলাশয়ের কোন বিশেষ নাই। শাতাতপ বচনের সহিত এক বাক্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে কূপেতেও এক জানুর অধিক জল থাকিলে যে অন্ত্যজাদি স্বামিকত্ব নিবন্ধন দোষ হয় না। মিতাক্ষরাকার বলেন যে, এক জানুর অধিক জল হইলে যে অন্ত্যজাদি স্বামিকত্ব নিবন্ধন জলের অপবিত্রতা জন্মে না বচন আছে, তাহা কূপাদি পর নহে পুষ্করিণ্যাদি পর বুঝিতে হইবে। উপরি উক্ত শাতাতপ বচন আপদ্ বিষয়ক ইহা বিবেককারও স্বীকার করেন। এই মত ভেদের সহিত প্রকৃত বিচারের কোন সম্বন্ধ নাই, একারণ নিরর্থক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম না।

পঞ্চম প্রশ্ন।

পবিত্রজলের লক্ষণ কি?

উত্তর।

জল স্বভাবতঃ পবিত্র হইলেও মলমূত্রাদি সহযোগে ও চাণ্ডালম্লেচ্ছাদি সম্পর্ক নিবন্ধন যেরূপে অপবিত্র হয়, এবং পুনরায় তাহা যেরূপে শুদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়োজন ঘটে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইল। যে যে কারণ বশতঃ স্বাভাবিকপবিত্র জলে অপবিত্রতা সঞ্চারিত হইতে পারে, উল্লিখিত গ্রন্থকার ও ঋষিগণ স্পষ্টতঃ প্রায়শ্চিত্তচ্ছলে তৎসমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রবাহবিহীন কূপাদি স্বল্পজলাশয় ও কুম্ভাদিতে উদ্ধৃত্ত বারিই যে ঐ সকল অস্পৃশ্যাদিসম্পর্কে দূষিত হয় একজানু বা তদপেক্ষা অধিক জলবিশিষ্ট বৃহৎসরোবরাদির বারি ও স্রোতোযুক্ত জল কিছুতেই দূষিত হইতে পারেনা, ইহাও পূর্ব্বপ্রদর্শিত বচনাদিদ্বারা বিশিষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং জানুপরিমিত ও ততোধিক প্রবাহিত জল, ও প্রবাহিত মহজ্জল ও স্রোতোযুক্ত অল্প ও অধিক সকল প্রকার জল অপবিত্রবস্তু সম্পর্কে দূষিত হয়না, ইহা অবধারিত হইল। এক্ষণে কোন্ কোন্ লক্ষণাক্রান্ত অল্পজল সাধারণের সেবনীয় তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে? তজ্জন্যই আমরা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর করণে প্রবৃত্ত হইলাম।

"স্বভাবতঃ পবিত্রজলের লক্ষণ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে মনু প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্থাপকেরা যে কয়েক প্রকার বারিকে নিয়তশুদ্ধ ও স্নানপানাদিতে সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বনীয়। সে এইঃ—

মনু লিখিয়াছেন——

"আপঃ শুদ্ধা ভূমিগতা বৈতৃষ্ণ্যং যত্র গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তাশ্চেদমেধ্যেন গন্ধবর্ণরসান্বিতাঃ॥ ৫অং। ১২৮।

যৎপরিমাণাস্বপ্সু গোঃ পিপাসাবিচ্ছেদো ভবতি, তা আপো গন্ধবর্ণরসশালিন্যঃ সত্যঃ, যদ্যমেধ্যলিপ্তা ন ভবন্তি

তদা বিশুদ্ধভূমিগতা বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ। ভূমিগতা ইতি বিশুদ্ধ-ভূমিসম্বন্ধপ্রদর্শনায়, নত্বন্তরীক্ষগতানাং নিবৃত্ত্যর্থম্ ॥"

(কুল্লূকভট্টঃ)

অর্থ।

যে পরিমিত জলে গোরুর পিপাসানিবৃত্তি হইতে পারে, সেই পরিমাণের ন্যূন না হয়, এরূপ জল যদি বিশুদ্ধভূমিতে থাকে, এবং স্বাভাবিক গন্ধ, বর্ণ ও রস বিশিষ্ট হয়, অথচ মলমূত্রাদি অপবিত্র বস্তুদ্বারা লিপ্ত না থাকে, তবে তাহা পবিত্র।

ব্যাস এবং বৃহস্পতিও প্রায় ঐরূপ কহিয়াছেন ; যথা——

"ভূমিষ্ঠমুদকং মেধ্যং বৈতৃষ্ণ্যং যত্র গোর্ভবেত্।
অব্যাপ্তাশ্চেদমেধ্যেন তদ্বদেব শিলাগতম্ ॥"

অর্থ।

ভূমিস্থ জল যদি গোরুর পিপাসাশান্তির উপযুক্ত পরিমিত হয়, এবং মূত্রাদি অপবিত্রবস্তুদ্বারা লিপ্ত না থাকে, তবে তাহা পবিত্র। ঐপ্রকার লক্ষণান্বিত শিলাগত জলও পবিত্র জানিবে।

দেবল কহিয়াছেন—

"অবিগন্ধরসোপেতাঃ নির্ম্মলাঃ পৃথিবীগতাঃ।
অক্ষীণাশ্চৈব গোপানাদাপঃ শুদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ ॥
উদ্ধৃতা বা প্রশস্তাঃ স্যুঃ শুদ্ধৈঃ পাত্রৈর্যথাবিধি।"

অর্থ।

গোরুর পানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, এপ্রকার ভূমিগত নির্ম্মল জল যদি দুর্গন্ধ বা কদর্য্যরসযুক্ত না হয়, তবে তাহা শুদ্ধ। ঐপ্রকার জল উদ্ধৃত হইলেও শুদ্ধ, যদি তাহা শুদ্ধপাত্রে রাখা হয়।

শুদ্ধিবিবেকে গৃহীত রুদ্রধরধৃত আপস্তম্ব বচন।

"আপঃ পরিশুদ্ধা গন্ধবর্ণযুতা জীর্ণচর্ম্মপুটপরিগতা অপি।"

অর্থ।

স্বাভাবিক গন্ধবর্ণ যুক্ত জল স্বভাবতই পবিত্র। তাদৃশ জল জীর্ণ-চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে থাকিলেও পরিশুদ্ধ।

অত্রি বলিয়াছেন——

"গোদোহনে চর্ম্মপুটে চ তোয়ং যন্ত্রাকরে কারুক-শিল্পিহস্তে। স্ত্রীবালবৃদ্ধাচরিতানি যান্যপ্রত্যক্ষদৃষ্টানি শুচীনি তানি॥ শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্। চর্ম্মভাণ্ডৈশ্চ ধারাভিস্তথা যন্ত্রোদ্ধৃতং জলম্॥ ৬। ১২০।

অর্থ।

গোদোহনপাত্রে এবং চর্ম্মের পাত্রে যে জল রাখা হয়, তাহা নিয়ত শুদ্ধ। যন্ত্র বা আকর স্থানে এবং কারু ও শিল্পকারের হস্তেও জল নিয়ত শুদ্ধ থাকে। আর স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধকর্ত্তৃক আচরিত যে কার্য্য স্বচক্ষে দেখা না যায় তাহাও নিত্য শুদ্ধ। একটী গোরুর তৃপ্তি জন্মিতে পারে, এমত পরিমাণের জল, যদি প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ স্বভাবচ্যুত না হয়, ও ভূমিগত হয়, অর্থাৎ অন্তরীক্ষস্থ বৃষ্টির জল না হয়। তবে তাহা শুদ্ধ। এতদ্ভিন্ন চর্ম্মভাণ্ডদ্বারা বা ধারাবাহিক রূপে উদ্ধৃত জল এবং যন্ত্রোদ্ধৃত বারিও সর্ব্বদা বিশুদ্ধ।

মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্তময়ূখধৃত অত্রি ও আপস্তম্ব বচন——

ম্লেচ্ছাদীনাং পয়ঃ পীত্বা পুষ্করিণ্যাং হ্রদেঽপি বা।
জানুদঘ্নং শুচি জ্ঞেয়ং অধস্তাদশুচি স্মৃতম্॥

অর্থ।

ম্লেচ্ছাদির পুষ্করিণী বা হ্রদে যদি এক জানুর অধিক পরিমিত জল থাকে, তবে তাহা পবিত্র, ও পানের যোগ্য। একজানুর ন্যূন জল অপবিত্র। শাতাতপ মুনিও ঐ অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন;——

"অন্ত্যৈরপি কৃতে কূপে, সেতৌ বাপ্যাদিকে তথা।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥"

অর্থ।

অন্ত্যজ ব্যক্তিও যদি কূপ, সেতু অথবা বাপী প্রস্তুত করে এবং তাহার জল একজানুর অধিক পরিমিত হয়, তবে সেই জলে স্নান বা তাহা পান করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক না।

নানাবিধ লক্ষণান্বিত যে জল স্বভাবতঃ পবিত্র ও স্নান পানে সুপ্রশস্ত, তাহা উপরে প্রদর্শিত ঋষি-বচনাবলীতেই পরিব্যক্ত হইল। এতদ্ব্যতীত নিয়ত শুদ্ধ আরও কতকগুলিন জল আছে, যাহা অশুচিস্পর্শ ও অন্ত্যজ সম্পর্কাদি কোন কারণেই (অন্যান্য জলের ন্যায়) অপবিত্র হয় না। স্রোত অর্থাৎ প্রবাহ-বিশিষ্ট সমুদয় জল, নদী, নির্ঝর, এবং কূপাপেক্ষা অধিক-জল-বিশিষ্ট বাপী, হ্রদ, সরোবর ও গর্ত্ত প্রভৃতি সমুদায় বৃহৎ জলাশয়স্থ বারি তাহার অন্তর্গত। এই সকল জল অশুচি স্পর্শ ও অন্ত্যজ সম্পর্কাদি কোন দোষে (অন্যান্য জলের ন্যায়) দূষিত হয় না। নিয়ত শুদ্ধ জলের মধ্যে ইহারা অগ্রগণ্য। ইহাদের পরিশুদ্ধি ও নির্দ্দোষতা বিষয়ে প্রধান প্রধান গ্রন্থকার মাত্রেই যে ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকেরা দ্বিতীয়াবধি চতুর্থ প্রশ্ন পর্য্যন্তের উত্তর প্রসঙ্গে যদিও তাহার পরিচয় পাইয়াছেন, তথাপি ইহা পঞ্চম প্রশ্নের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া, পুনর্ব্বার তাহার বিশেষরূপে আন্দোলনে প্রবর্ত্ত হইলাম।

প্রবাহ বিশিষ্ট সমুদায় জল ও নদী, নির্ঝর এবং কূপাপেক্ষা অধিক জল বিশিষ্ট পুষ্করিণী গর্ত্ত প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয় সকল যে নিয়ত পরিশুদ্ধ থাকে; মল, মূত্র, শবাদি সংসর্গে ও অন্ত্যজ ম্লেচ্ছাদি সম্পর্কে অন্যান্য জলের ন্যায় দোষাশ্রিত ও অব্যবহার্য্য হয় না, তাহার প্রমাণ যথা——

প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকাকার-গোবিন্দানন্দধৃত হারীত বচন।

"অক্ষোভ্যানামপাং নাস্তি, প্রসৃতানাঞ্চ দূষণং।
তোয়ানামুদ্ধৃতানাঞ্চ দোষৈর্দ্দুষ্টত্বমিষ্যতে॥"

অর্থ।

স্রোতোরহিত বৃহজ্জলাশয়ের বারি এবং প্রবাহবিশিষ্টজল, কোন দোষদ্বারাই দূষনীয় হয় না। কেবল উদ্ধৃত অত্যল্প বারিই দোষদ্বারা দুষ্টতাপ্রাপ্তহইয়া থাকে।

মদনপারিজাত, নির্ণয়ামৃত, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, প্রায়শ্চিত্তময়ূখ, এবং মিতাক্ষরা প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থকারের অনুমোদিত বিষ্ণু বচন।

"জলাশয়েম্বথাল্পেষু স্থাবরেষু মহীতলে।
কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্ম্মহৎসু চ ন দূষণম্॥"

গোবিন্দানন্দকৃত ব্যাখ্যা।

স্বল্পেষু জলাশয়ে ইতি মহৎসু চ নদূষণমিতি ভাবঃ। * *
অল্পেষু জলাশয়েষু বাপ্যাদিষু স্থাবরেষু স্থিরেষু;
নত্বল্পেম্বাপঃ স্রোতোজলেষু ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।

পৃথিবীতলে প্রবাহবিহীন অল্পজলবিশিষ্ট যে সকল জলাশয় আছে মলমূত্রাদি সম্পর্কে তাহারাই অপবিত্র কূপের ন্যায় শুদ্ধিকরিবার যোগ্য হয়। কিন্তু মহৎ জলাশয় সকল এবং স্রোতোযুক্ত অত্যল্পমাত্রজল ঐরূপ অপবিত্রসংসর্গে কিছুমাত্র দূষনীয় হয়না।

বৃহৎ পরাশর বচন।

নাপো মূত্রপুরীষাভ্যাং, নাগ্নির্দ্দহনকর্ম্মনা।

অর্থ।

স্বাভাবিক গন্ধ, বর্ণ ও রসসংযুক্ত মহজ্জল মূত্রপুরীষাদিদ্বারা কদাপি অপবিত্র হয় না। দাহকার্য্যদ্বারা অগ্নিতে কদাপি দূষিত হয় না।

মনুবচন।

মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।

অর্থ।

মলাদি সম্পর্কে যে সকল বস্তু অপবিত্র হইয়া যায়, তাহারা মৃত্তিকা ও জলদ্বারা পুনরায় শুদ্ধ হয়। নদীতে যদি শ্লেষ্মাদি অশুচি দোষ ঘটে, তবে নদীর স্বাভাবিক বেগদ্বারাই সে অশুদ্ধি বিনাশ পায়, তাহার ন্যায় অপর শোধনের প্রয়োজন করে না।

উপরিলিখিত বচনাবলীদ্বারা নিঃসংশয় প্রতীয়মান হইতেছে যে নদী ও প্রবাহবিশিষ্ট সকল পরিমাণের জল, এবং প্রবাহরহিত অথচ অধিক-জলযুক্ত বৃহৎ সরোবরাদির বারি যদি স্বাভাবিক রসগন্ধাদি বিশিষ্ট হয়, তবে অস্পৃশ্যস্পর্শাদি হইলেও কোনক্রমে অপবিত্র হয় না, নিয়ত বিশুদ্ধস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং স্নানপানে তাহা কদাচই অপ্রশস্ত হইতে পারে না। অতএব ভগবান্ মনু পুনরায় কহিয়াছেন।

নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ॥

অর্থ।

নদী ও দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত তড়াগ, এবং সরোবর, গর্ত্ত ও নির্ঝর অর্থাৎ ঝর্ণায় প্রতিদিন স্নান করিবে।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত কয়েকটী বচনে নদী ও গর্ত্তের নাম কথিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠকেরা নদী গর্ত্তাদির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। অতএব এই স্থানেই তাহার শাস্ত্রীয় লক্ষণ প্রদশন উচিত বোধ করিলাম।

কুল্লূক ভট্ট, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং সম্বৎসরকৌমুদী, স্মৃতিসংগ্রহ ও পরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থকারগণধৃত ছন্দোগপরিশিষ্ট বচনঃ——

দ্বাদশাঙ্গুলিকঃ শঙ্কুস্তদ্দ্বয়ঞ্চ শয়ঃ স্মৃতঃ।
তচ্চতুষ্কং ধনুঃ প্রোক্তম্ ক্রোশোধনুঃ সহস্রকম্॥

"ধনুঃসহস্রাণ্যষ্টৌ চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
ন তা নদীশব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥"

ধনুর্হস্তচতুষ্টয়ম্ ॥

অর্থ।

বার অঙ্গুলিতে একশঙ্কু হয়। দুই শঙ্কুতে এক হস্ত হয়। চারি হস্তে এক ধনু হয় এবং এক সহস্র ধনুতে এক ক্রোশ হয়।

যে জলের গতি একসহস্র আট ধনুর অর্থাৎ চারি হাজার বত্রিশ হস্তের ন্যূন, তাহা নদী নামে কথিত হইতে পারে না। তাহাকে গর্ত্ত বলা যায়। এতাবতা যাহার গতি চারি সহস্র বত্রিশ হস্তের অর্থাৎ এক ক্রোশ ৩২ হাতের ন্যূন নহে তাহাকে নদী বলা যায়।

এইরূপ, বাপী কূপ তড়াগাদির লক্ষণও গ্রন্থান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা ভাবপ্রকাশে।

নদ্যাঃ শৈলচয়াচ্চাম্ভো যত্র সংস্রুত্য তিষ্ঠতি।
তৎ সরোবরবিখ্যাতং তজ্জলং সারসং স্মৃতম্ ॥

অর্থ।

নদী বা শৈলনির্ঝর হইতে যে নির্ম্মল জল বহির্গত হইয়া যে নিম্নতর প্রদেশে অধিষ্ঠিত হয়, তাহাকে সরোবর ও সেই জলকে সারস জল বলে।

প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাৎ তাড়াগস্তজ্জলং স্মৃতম্ ॥

অর্থ।

বৃহদ্ভূমিখণ্ডে নির্ম্মিত বহুবৎসরের পুরাতন জলাশয়কে তড়াগ ও তাহার জলকে তড়াগ জল বলে।

পাষাণৈরিষ্টকাভির্বা বদ্ধকূপা বৃহত্তরা।
সসোপানা ভবেদ্বাপী তজ্জলম্ বাপ্যমুচ্যতে ॥

অর্থ।

যে বৃহত্তর জলাধার সমুদায় খাত প্রদেশে প্রস্তর বা ইষ্টকাদি দ্বারা পরিবদ্ধ ও সোপান বিশিষ্ট, তাহাকে বাপী ও তত্রস্থ জলকে বাপ্য বলা যায়।

ভূমৌ খাতোঽল্পবিস্তারো গম্ভীরো মণ্ডলাকৃতিঃ।
বদ্ধোঽবদ্ধঃ স কূপঃ স্যাত্তদম্ভঃ কৌপমুচ্যতে॥

অর্থ।

ভূমিস্থ যে খাত অল্প বিস্তীর্ণ অথচ গভীর ও গোলাকার, তাহা বদ্ধ হউক, বা অবদ্ধই হউক, তাহাকে কূপ ও তাহার জলকে কৌপ বলা যায়।

সুশ্রুতাদি বহুতর গ্রন্থে বাপী সরোবরাদির ঐরূপ লক্ষণ বর্ণিত আছে, এবং বাণভট্টাদি বহুতর প্রামাণিক গ্রন্থকারগণ উক্ত রচনাবলীর ন্যায় ঐরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তৎসমস্তের নিদর্শন প্রদর্শনে ক্ষান্ত রহিলাম।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

যন্ত্রোদ্ধৃত বারি ব্যবহারের কোন শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ আছে কি না?———

উত্তর।

শাস্ত্রে যন্ত্রোদ্ধৃত বারি ব্যবহারে সুস্পষ্ট বিধান আছে। নিষেধ কুত্রাপিই দৃষ্ট হয়না। পরিত্যাজ্য অশুদ্ধ বারির ও নিয়ত শুদ্ধ পবিত্র বারির যে যে লক্ষণাদি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকেরা তন্মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। এবং "তথা যন্ত্রোদ্ধৃতং জলম্" ইত্যাদি বচনেই উহার শুদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতায় আনীত যে বারির পবিত্রতা প্রসঙ্গে এই বিচার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রোক্ত পবিত্র বারির অনুরূপ কি না, তাহা দেখাই।

এই বারি যন্ত্রদ্বারা উদ্ধৃত হয়, এবং স্থলবিশেষে চর্ম্মপাত্রের সহিত ইহার সংসর্গ ঘটে, এজন্য ইহাকে অগ্রাহ্য বলা যাইতে পারেনা, যেহেতু অত্রিসংহিতায় যন্ত্রোদ্ধৃত ও চর্ম্মভাণ্ডস্পৃষ্ট বারি নিয়ত শুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, যথা—

শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
চর্ম্মভাণ্ডৈশ্চ ধারাভিস্তথা যন্ত্রোদ্ধৃতং জলম্।

অর্থ।

একটী গোরুর তৃপ্তি জন্মিতে পারে, এমত পরিমাণের জল যদি প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ স্বভাবচ্যুত না হয় ও ভূমির উপর থাকে, তবে তাহা শুদ্ধ। সেইরূপ, চর্ম্মভাণ্ডদ্বারা বা ধারাবাহিকরূপে উদ্ধৃত জল এবং যন্ত্রোদ্ধৃত বারিও সর্ব্বদা শুদ্ধ।

এই জল যন্ত্রবলে উত্থিত হইয়া, আপন স্বভাবসিদ্ধ বেগদ্বারা একটী ইষ্টকময় অতি মহৎ আশয় মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তথায় কারুকৌশলযুক্ত বালুকা ও অঙ্গারাদি-সংসর্গদ্বারা তাহার নির্ম্মলতা সাধিত হয়। পরে ঐ স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে সংস্রুত হইয়া (চোয়াইয়া) মহাবেগে নলপথে প্রবাহিত ও সকলের প্রাপ্তিযোগ্য হয়। ঐ নির্ম্মলীকরণের জন্যও তাহাকে দোষগ্রস্ত বলা যাইতে পারে না। যেহেতু শাস্ত্রকারগণ ঐরূপ নির্ম্মলীকৃত জলকে শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; যথা বৃদ্ধসুশ্রুতবচন।——

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং কথিতং সূর্য্যতাপিতম্।
সুবর্ণং রজতং লোহং পাষাণং সিকতাং মৃদম্।
ভৃশং সংতাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা।
কর্পূর-জাতিপুন্নাগ-পাটলাদি-সুবাসিতম্।
শুচি সান্দ্রপটস্রাবৈঃ ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিতম্॥
স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্দোষবর্জ্জিতম্॥

উল্লিখিত বচনে নির্ম্মলীকরণদ্বারা জলের দোষ হয় না, বরং গুণাধিক্য হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল। ফলতঃ জল দূষ্য হইবার প্রতি ঋষিগণ যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (যাহা পূর্ব্বে বারম্বার প্রদর্শিত হইয়াছে) জলে মলাদির সংসর্গও তাহার অন্যতম, নির্ম্মলীকরণ-দ্বারা জল হইতে সেই মল বিযুক্ত করিলে তাহাতে জলের প্রশস্ততাই বৃদ্ধি হয়, ইহা শাস্ত্র ও লৌকিকযুক্তি উভয় দ্বারাই সাধারণকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঐ মলাপসারণ কারণ যাঁহারা যন্ত্রোদ্ধৃত বারির অপ্রশস্ততা বলেন, তাঁহাদের ঐ বাক্য যে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ, তাহা বলা বাহুল্য।

এই জল অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদি স্পর্শনিবন্ধন দূষ্য হইতে পারে না। যে হেতু ইহা কূপাদির ন্যায় অল্পজল নহে; বরং পূর্ব্বে নদী প্রভৃতির যে লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে ইহা মহজ্জলের মধ্যে গণ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহজ্জলে অস্পৃশ্য স্পর্শাদি নিবন্ধন দোষ হয় না, ইহা "জলাশয়েম্বথ সর্ব্বেষু স্থাবরেষু মহীতলে। কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্ম্মহৎসু চ ন দূষণম্" প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রদর্শিত ঋষিবচনে ও বহুতর নিবন্ধকারদিগের উক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই জল ম্লেচ্ছরাজস্বামিক ও ম্লেচ্ছরাজ্যস্থ হইলেও দোষাশ্রিত হইতে পারে না, যেহেতু ম্লেচ্ছস্বামিকত্ব নিবন্ধন যে দোষ, তাহা রাজ-ব্যতিরিক্ত ম্লেচ্ছস্বামিক বলিতে হইবেক। শাস্ত্রকারগণ রাজাকে সাধারণ মনুষ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। এই জন্য রাজ্যের সমস্ত বস্তুতে রাজার সাধারণস্বত্ব থাকিলেও কোন শস্যাদি বিষয়ে কেহ রাজার জাতিবিচার করেন না, এবং [illegible] নিকট বৃত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিতে কেহ [illegible] না। [illegible] যাবধি [illegible] জবন ভূপালবৃন্দের অধীন হইয়াছে, এবং এদেশের পূর্ব্বতন সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও ঐ সকল জবন ভূপালবৃন্দের নিকট বৃত্তি গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন. এক্ষণেও অনেক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি ম্লেচ্ছরাজ্যাধিপতির নিকট বৃত্তিগ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন না। অধিক কি, যে তারানাথ

তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্লেচ্ছরাজখাতস্থ বলিয়া এই জলের ব্যবহারে বিশেষ বিবাদী হইয়াছেন, তিনিও ইদানীন্তন ম্লেচ্ছরাজপুরুষদিগের নিকট অসঙ্কুচিত চিত্তে বিশ্রামবৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পরিবার পোষণ করিতেছেন। রাজাকে সাধারণ জাতিবিশেষের অন্তর্গত বিবেচনা করিলে তিনি হবিষ্যাশী হইয়াও কদাপি ম্লেচ্ছরাজদত্ত বৃত্তিতে নিজ গ্রাসাচ্ছাদন নিষ্পাদনে সম্মত হইতেন না। ফলিতার্থ কলের জলের সহিত রাজার কোন স্বত্ব সম্পর্ক নাই, ইহা কলিকাতাবাসি-প্রজাসাধারণের ব্যয়ে জষ্টিস অফ দি পীশদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং উহাতে সাধারণ প্রজারই স্বত্ব আছে। ঐ সাধারণের মধ্যে ম্লেচ্ছাদি আছে, এজন্য যদি তাহাকে ম্লেচ্ছস্বামিক বলিয়া অপেয় বলা হয়; তবে কোন প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী প্রভৃতির জলও স্নান পানে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। কারণ, যে কোন পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে "সকল প্রাণীর উদ্দেশে" প্রদত্ত হইয়া থাকে। এবং সেই প্রদান অনুসারে প্রাণিমাত্রেরই ঐ প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে স্বত্ব জন্মে, ম্লেচ্ছাদিও ত তাহার অন্তর্গত, কিন্তু তজ্জন্য কি সকলপ্রাণির মধ্যে ম্লেচ্ছেরও স্বত্ব আছে বলিয়া প্রতিষ্ঠিত জলাশয় মাত্রকেই কেহ অব্যবহার্য্য বোধ করিয়া থাকেন? অতএব শাস্ত্রকারগণ ম্লেচ্ছস্বামিক বলিয়া যে সকল জলাশয়কে অব্যবহার্য্য বলিয়াছেন, তৎসমস্তকে কেবল-ম্লেচ্ছস্বামিক বোধ করিতে হইবে।

নগরোদ্ধৃত জল যে কোনরূপেই কেবল ম্লেচ্ছস্বামিক নহে, ইহা উপরে প্রতিপন্ন হইল। আর যদিও উহা ম্লেচ্ছস্বামিক হইল, তাহা হইলেও বিবেচ্য কলের জল ম্লেচ্ছস্বামিকতাপবাদে কদাপি স্নানপানে অগ্রাহ্য হইত না, কারণ ম্লেচ্ছাদির পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে যদি জানুপরিমিত জল থাকে, তাহা পান বিষয়ে শুচি, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত "ম্লেচ্ছাদীনাং পরঃ পীত্বা পুষ্করিণ্যাং হ্রদেঽপি বা।" ইত্যাদি বচনে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অতএব কলিকাতায় নগরোদ্ধৃত জলের শুদ্ধি বিষয়ে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, আমরা ক্রমে তৎসমস্ত উত্থাপনপূর্ব্বক বিচারদ্বারা বুঝাইয়া

দিলাম যে ঐসকল কোন আপত্তিতেই কলেরজল অব্যবহার্য্য হইতে পারে না।

সপ্তম প্রশ্ন।

গঙ্গাজলে স্পর্শদোষ কতদূর বিচার্য্য ?

উত্তর।

কলিকাতার যন্ত্রোদ্ধৃত জল পলতার গঙ্গাহইতে উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা কাহারই অবিদিত নাই, তাহা যে ম্লেচ্ছাদিদ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহাও সকলে জানেন, গঙ্গাজলের মাহাত্ম্যপক্ষে অনেক শাস্ত্র আছে, কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেও এক খানি দীর্ঘগ্রন্থ হইতে পারে। প্রযোজনাভাবনিবন্ধন এস্থলে আমরা সে আয়াস প্রকাশ করিব না, সামান্যত দুই চারিটী বচন গ্রহণ করিয়াই মীমাংসা করিব। পবিত্রতাপক্ষে গঙ্গাজল ও জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সমান, যথা——

শব্দকল্পদ্রুমধৃত উৎকলখণ্ড বচন।

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং গাঙ্গং বারি সমং দ্বয়ম্।

গঙ্গার মাহাত্ম্যকে স্তুতিপাঠ বলিলে কুম্ভীপাক নরক প্রাপ্তি হয় ; যথা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ববচনঃ——

"স্তুতিবাদমিমং মত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে।"

অতএব গঙ্গার যত স্তব ও মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তৎসমস্তই স্বরূপ, ইহা শাস্ত্রকারবর্গই নির্দ্দেশ করিযাছেন। জগন্নাথের মহাপ্রসাদে স্পর্শ-দোষ নাই ইহা সিদ্ধকথা, মনুষ্যজাতির স্পর্শে দোষ নাই, এরূপ নহে, মহাপ্রসাদ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট হইলেও মনুষ্যের ভক্ষণে শুচি ও মুক্তিকর ; যথা

শুষ্কং পর্য্যুষিতংবাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ॥"

কুক্কুর পশুদিগের মধ্যে অস্পৃশ্য, তাহার দৃষ্টিমাত্রেও হব্যকব্যাদি অব্যবহার্য্য হয় ; ইহা শাস্ত্রকারদিগের প্রসিদ্ধ মত। তদ্ভিন্ন, শাস্ত্রে আরো

লিখিত আছে, পশুপক্ষ্যাদি বিবিধ দেহ ভোগ করিয়া শেষে জীবের মনুষ্য দেহ প্রাপ্তি হয়; আর যেহেতু সেই মনুষ্যদেহের মধ্যে ব্রাহ্মণদেহ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, অতএব মনুষ্যজন্মেও সুকৃতিফলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেহ প্রাপ্তি হয়। এই উত্তরোত্তর উন্নতির নিয়মদর্শনে পশুদেহ অপেক্ষা মনুষ্যদেহের যে অধিক শুদ্ধি, ইহা শাস্ত্রে ও যুক্তিতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। এতাবতা, মনুষ্য অপেক্ষা সমধিক অপকৃষ্ট কুকুরের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ যদি মুক্তিকর হইতে পারিল, তবে মনুষ্যের মধ্যে নীচ মনুষ্য ম্লেচ্ছাদির করস্পর্শ মাত্রেই যে সেই পরমপবিত্র মহাপ্রসাদ এককালীন অভক্ষ্য ও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে ইহা কদাচই শাস্ত্রের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারেনা। আর মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল যখন পরস্পর সমান, তখন মহাপ্রসাদ ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে অদুষ্ট থাকিলে গঙ্গাজল কদাপি দুষ্ট হইতে পারে না। বরং উচ্ছিষ্টাদিবিচারশূন্য অতি অপবিত্র চণ্ডালভাণ্ডস্থ গঙ্গাজলকেও শাস্ত্রকার-গণ মহৎপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা "অপি চাণ্ডালভাণ্ডস্থং তজ্জলং পাবনং মহৎ।" মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল কুকুর ও চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট হইলেও যখন কেবল নিজে পবিত্র থাকে, এরূপ নহে, অন্যের পবিত্রতা ও মুক্তির কারণ হয়, তখন সেই মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল যে ম্লেচ্ছস্পর্শে নিজেই অপবিত্র হইয়া পড়িবে, ইহা অসীমসাহসের কথা। প্রতিপক্ষগণ সেই সাহসে সাহসী হইয়া চলিতেছেন; এবং তৎপ্রধান শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রস্তাবিত যন্ত্রোদ্ধৃত জলকে অশুচিপ্রমাণকরণার্থ তাঁহার বাচস্পত্যাভিধানের অপেয় জলপ্রকরণে একটী নূতন বচনও প্রমাণস্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

সে বচনটী এইঃ——

সর্ব্বত্র পাবনী গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দূষ্যতি।
ম্লেচ্ছস্পর্শে সুরাভাণ্ডে মেঘাদিজলমিশ্রণে॥

অস্যার্থঃ।

গঙ্গা সকলস্থলেই পবিত্রকারিণী বটেন, কিন্তু ম্লেচ্ছস্পর্শে, সুরাভাণ্ডে ও মেঘাদির জলমিশ্রণে তাঁহার আর সে শক্তি থাকে না, ঐ তিন স্থানে

গঙ্গা নিজেই দোষাশ্রিত হন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অনুরোধবাক্যে তাঁহার অভিধানের অপেয় জলপ্রকরণ পাঠ করিয়া আমি ঐ বচনটী প্রাপ্ত হই এবং তাহা কোন্ গ্রন্থের বচন, তাহা উক্ত অভিধানে লিখিত না থাকায়, আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে তর্কবাচস্পতির নিকট ঐবিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পত্র লিখি। তাহাতে বাচস্পতি মহাশয় উহা কোন্ গ্রন্থের বচন তাহা বলিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় নানাশাস্ত্রাধ্যাপকের শাস্ত্রবিষয়ে এরূপ জিগীষাবশতা প্রকাশ করা ন্যায়পরায়ণের কার্য্য হয় নাই। তত্ত্বনির্ণয় করা ও বিচারে জয়ী হওয়া এ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের ব্যগ্রতাতিশয্যদর্শনে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। বৈদ্যশাস্ত্রেও বিপুলবিদ্যাবত্তা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লেখেন—

"শশিসূর্য্যকিরণাস্পৃষ্টতয়া চ তস্য ব্যাপন্নজলতয়া বৈদ্যকোক্তদোষধায়কত্বেনাপি অপেয়তা।"

অস্যার্থ।

এই জলে চন্দ্র ও সূর্য্য কিরণ স্পর্শ হয়না, এজন্য বৈদ্যশাস্ত্রমতেও ব্যাপন্ন জলবিধায় ইহার অপেয়তা প্রতিপন্ন হইতেছে। যে জলকে বহুল বিজ্ঞ ডাক্তরেরা অতি প্রশংসনীয় ও অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া নিয়ত ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, ও যে জল স্নানপানে কলিকাতা নগরবাসী লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ রোগহইতে বিমুক্তিলাভ করিতেছে, এবং যে জলের গুণে কলিকাতা এক্ষণে বিবিধ প্রশংসিত জনপদ অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। সেই পবিত্র ও নৈরুজ্যাকর জলকে বাচস্পতি বৈদ্যবর অপেয় ও অস্বাস্থ্যকর লিখিয়া কেনইবা আপন অভিধানের গৌরববৃদ্ধি না করিবেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাপক হইয়া এখন তিনি কেনইবা বৈদ্যশাস্ত্রের ব্যবস্থাপক হইতে গেলেন? তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

এক্ষণে আমাদের পাঠক ও শ্রোতৃগণ দেখুন যে প্রতিপক্ষের যত আপত্তি তৎসমস্তেরই উপপত্তি করা হইল। ধর্ম্মশাস্ত্র, বৈদ্যশাস্ত্র, যুক্তি ও প্রত্যক্ষপ্রমাণে প্রতিপন্ন হইল যে এই জল শুদ্ধ, পেয় ও স্বাস্থ্যকারী এবং কলিকাতাবাসিদিগের পক্ষে ইহা হিতকারী হইয়াছে।

অতএব সনাতন-ধর্ম্মরক্ষণী সভা ঐ জলের স্নানপানে বিধান প্রদান করিয়া শাস্ত্রের মানরক্ষা ও দেশহিতব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন। তবে যে কতকগুলিন লোক অন্যায়ত ঐ বিধানের প্রতিবাদ করিতেছেন, সে কেবল ঈর্ষামূলক; আমরা তাহাতে ক্ষুব্ধ নহি; অপক্ষপাতি লোকেরা শাস্ত্রদৃষ্ট বুদ্ধি সহকারে ইহার অনুমোদন করিলেই আমরা প্রার্থনা পূর্ত্তি জ্ঞান করিব। যে সকল ঋষিবচন ও মহামান্য নিবন্ধকারদিগের লিখন অনুবাদ সহিত আমি এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম, তাহা নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিলে, এই জলের শাস্ত্রীয় শুদ্ধির প্রতি যে আর কেহ সন্দেহ করিবেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। তবে, যাঁহারা বিশেষ বিদ্বেষে অন্ধপ্রায় হইয়া, স্বকপোল কল্পিত অমূলক বচন প্রকটন পূর্ব্বক বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করত ইহার বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাঁহাদের প্রবোধ সম্পাদনে সমর্থ হইবে, আমার সেরূপ আশা নাই এবং তাদৃশ ব্যক্তিদিগের চৈতন্যজন্যও এ পুস্তক অবতারিত হয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাশয়দিগের যদি কোন সংশয় থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাহা জ্ঞাপন করিলে, আমি তদ্ভঞ্জন কারণ পুনরায় সচেষ্ট হইতে প্রস্তুত আছি। যদি কেহ ইহার কোন স্থলে কোন ভ্রম দর্শন করেন, তবে আমাকে জানাইলে, আমি আহ্লাদিত চিত্তে তাহার সংশোধন করিব।

যন্ত্রোদ্ধৃত বারির পবিত্রতাপক্ষে সনাতন-ধর্ম্মরক্ষণী সভা যে বিধান প্রদান করেন, কেবল আমিই যে সবিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিলাম, এরূপ নহে, উত্তর পশ্চিম দেশীয় মহামহিম সমাজপ্রধানেরাও ঐ বিধানের সাধুতা স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের পরমমাননীয় ও প্রাচীন হিন্দুরাজকুলের তিলকস্বরূপ

[illegible] জয়পুরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর বহুতর শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা এই বিধির সাধুতা বিষয়ে ধর্ম্মসভার সহিত একমত হইয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কলিকাতা সংস্কৃতবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতরত্ন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই যন্ত্রোদ্ধৃত বারির পবিত্রতা বিষয়ে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, পরে স্বরাষ্ট্রবাসী ও রাজস্থানের অন্যান্য স্বাধীন জনপদবাসী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে আবাহনপূর্ব্বক এতদ্বিষয়ের সদসদ্বিচারে প্রবর্ত্ত হন, তাহাতে রাজন্যসভার সমুদায় অধ্যাপক অশেষশাস্ত্রের সমালোচনপূর্ব্বক সনাতন-ধর্ম্মরক্ষণী সভার বিধান অনুমোদন করেন। তাহাতে উক্ত প্রজাহিতৈষিমহীপাল নিজরাজধানীতে কলিকাতার ন্যায় সুরস স্বাস্থ্যকর যন্ত্রোদ্ধৃত বারিবিতরণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অর্থাৎ এখানে যে নিয়মে উৎকৃষ্ট সলিল যন্ত্রদ্বারা উদ্ধৃত ও নির্ম্মলীকৃত হইয়া নলপথে দ্বারে দ্বারে বিতরিত হইয়া থাকে, জয়পুরনগরেও ঐনিয়মানুরূপ জলবিতরণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং রাজস্থানের অন্যান্য স্বাধীন ভূপালেরাও ঐ নিয়মানুসরণে ক্রমশ অনুরাগী হইতেছেন। যাঁহাদের ব্যবহার সমাজের আদর্শস্বরূপ, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার্থ পুরুষানুক্রমে ধন-প্রাণকে তৃণতুল্যও জ্ঞান করেন না, এবং যাহাদিগকে সকলে নির্ব্বিবাদিভাবে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যখন প্রস্তাবিত যন্ত্রোদ্ধৃত বারিকে শাস্ত্রশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার ও তদনুরূপ ব্যবহার করিলেন, তখন ধর্ম্মরক্ষণী সভার বিধানকে অপ্রসিদ্ধ বলিয়াই বা আর কিরূপে সংশয় করা যাইতে পারে? অতএব লোকতঃ শাস্ত্রতঃ সকলরূপেই যে এই জল প্রশস্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাতে আর বাক্যভেদ নাই।

কতিপয় বিশেষ অশুদ্ধের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৶০	৬	সম্বদ্ধ	সম্বন্ধ
ঐ	১১	তীরবর্ত্তি	তীরপূর্ত্তি
ঐ	১৮	নহেন	না হন
৶	২	অনুষ্ঠানে	অনুষ্ঠান
৶	১১	সুলভ মলিন	সুলভ সলিল
ঐ	১২	তদ্বারা	তদ্দ্বারা
ঐ	২০	ফলাকাঙ্ক্ষর	ফলাকাঙ্ক্ষার
ঐ	২৩	যে কোনরূপে	যে কোনরূপ
।/	১৫	মহেশ্চন্দ্র	মহেশচন্দ্র
৩	১৮	"আপোনারায়ণঃ স্বয়ম্" (এই পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে	
ঐ	২২	সন্ধ্যাঅদ্বিতীয়মন্ত্র	সন্ধ্যামন্ত্র
৬	৮	উপাৎ শেষ্ম বিন্মত্র	উপানৎ শ্লেষ্ম বিন্মূত্র
১৪	২৪	তাহাতে	তাহা
১৭	১৩	প্রবাহিতজল	প্রবাহরহিতজল
ঐ	১৪	প্রবাহিতমহজ্জল	প্রবাহরহিতমহজ্জল
২১	১৫	নত্বপ্লেষাপঃ	নত্বপ্লেষপি
ঐ	২৫	অগ্নিতে	অগ্নিও
২৩	২২	তড়াগ	তাড়াগ
২৩	২৩	রিষ্টকাভিবা	রিষ্টকাভির্ব্বা

